7

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 22 MAR 1997 ...
পৃঃ ... 7 ... কলাম ... ৮ ...

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি সময় বাড়ানোর জন্য শীঘ্রই অনুরোধ জানাবে

গিয়াস উদ্দিন রিমন ।। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। ৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি ১৮টি সাব-কমিটির মাধ্যমে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রস্তাব ও সুপারিশভিত্তিক রিপোর্ট তৈরীর প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করার কথা। তবে এ সময়ের মধ্যে কমিটির পক্ষে রিপোর্ট পেশ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দেয়ার সময় বাড়ানোর জন্য শীঘ্রই সরকারের কাছে অনুরোধ জানাবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক গতকাল একথা জানান। তিনি বলেন, এত বড় কাজ এত কম সময়ে সম্পন্ন করা যায় না। তবে কাজ এগিয়ে চলছে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে যুগোপযোগী করে তোলার মূলনীতি নিয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে কমিটির ৩ মাসের কার্যকালের অর্ধেকের বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে। কমিটি (৭-এর পাতায় দেখুন)

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সময় বাড়ানোর জন্যে শীঘ্রই অনুরোধ জানাবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এ সময়ে ৪ বার বৈঠকে মিলিত হয়েছে। আগামী ২৯ মার্চ কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সাব কমিটিসমূহের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। এ পর্যন্ত কমিটির কাছে উত্থাপিত প্রস্তাবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীকে বর্তমান ৪ বছরের পরিবর্তে অন্যান্য দেশের মতো ৫ বছর করতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে অনার্স কোর্স ৪ বছর ও মাস্টার্স ১ বছর অথবা অনার্স ৩ বছর ও মাস্টার্স ২ বছর করা এবং ডিগ্রী (পাস) ৩ বছর ও মাস্টার্স ২ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার নতুন স্তর বিন্যাস, সমন্বিত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়নোর প্রস্তাব বিভিন্ন মহল থেকে কমিটির কাছে উত্থাপন করা হয়েছে। তাতে বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা অব্যাহত রেখেই প্রাথমিক স্তরে স্কুল, মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্ডেন শিক্ষার জন্য সমন্বিত পাঠ্যসূচী প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। তবে জাতীয় কমিটি এখনও পর্যন্ত শিক্ষানীতির কোন মৌলিক বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক এ প্রসঙ্গে বলেন, কমিটি, সাব কমিটিসমূহ ও বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ ও প্রস্তাব পর্যালোচনার পাশাপাশি এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের মতামত অর্থাৎ জনমত গ্রহণ করবে। এসব প্রস্তাব, সুপারিশ ও মতামত চূড়ান্ত পর্যালোচনার পর কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। জানা যায়, তিন মাস মেয়াদী এ কমিটি গঠিত হবার পর প্রথম ৩ সপ্তাহ এর অফিস চালু করতেই পার হয়ে গেছে। এরপরও প্রথম সময়ে ধীরগতিতে কমিটির কাজ চললেও এখন বেশ দ্রুত কাজ চলছে। জাতীয় কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখার সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১৮টি সাব কমিটি গঠন করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ সৃষ্টি, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ক সাব কমিটি। গত ১০ মার্চের বৈঠকে সাব কমিটিসমূহ কিছু কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। আগামী ২৯ মার্চের বৈঠকে তাদের কাজের অগ্রগতি এবং উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী পর্যালোচনা করা হবে। অপরদিকে, কমিটি এ সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের কাজও শুরু করছে। কমিটির চেয়ারম্যান আগামী ২৬ মার্চ রাজশাহী সফরে যাবেন এবং ২৭ মার্চ সেখানে এক ওয়ার্কশপে স্থানীয় শিক্ষকদের মতামত জানতে চাইবেন। আগামী ৯ এপ্রিল তিনি একই লক্ষ্যে চট্টগ্রাম যাবেন। সব শেষে ঢাকায় একটি বড় ধরনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে।

এদিকে, বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে সহযোগিতার লক্ষ্যে ওয়ার্কশপের আয়োজন করছে। সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের উদ্যোগে আজ ঢাকায় এমন একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। এ সংস্থাটির দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে– জাতীয় শিক্ষানীতিতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে, যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার বিষয় শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আমাদের কাজের মৌলিক ভিত্তি হলেও গত ২৩ বছরে পরিবর্তিত ধ্যান-ধারণা, রাজনীতির ধরন ও ইতিহাসের বিষয় নতুন শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।